প্রথম আলো

তারিখ ... 11 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিপত্র

স্কুলব্যাগে অননুমোদিত বই নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিদ্যালয়গামী শিশুদের ব্যাগে সরকার অনুমোদিত বই ও উপকরণ ছাড়া অন্য কিছু না দিতে অভিভাবক, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি নির্দেশনা দিয়ে পরিপত্র জারি করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। ৫ অক্টোবর এ বিষয়ে পরিপত্র জারি করে সেটি এখন সংশ্লিষ্টদের জানানো হচ্ছে।

উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাথমিক স্কুলের শিশুদের শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি ভারী স্কুলব্যাগ বহন নিষেধ। তবে ঢাকাসহ দেশের প্রায় সব বিদ্যালয়ে এই নির্দেশনা মানা হয় না। অভিভাবকেরা বলে আসছেন, শিক্ষকের ভয়ে শিক্ষার্থীরা অনুমোদিত বইয়ের বাইরেও আরও কিছু বই নিতে বাধ্য হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিপত্রে বলা হয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য যেসব বই অনুমোদন করেছে, তা পরিবহনে ছেলেমেয়ের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। পরিপত্রে আদালতের নির্দেশনার কথা উল্লেখ করে বলা হয়, ভারী ব্যাগ বহনের কারণে যাতে পিঠে ব্যথা বা সোজা হয়ে দাঁড়ানোর মতো সমস্যা দেখা না দেয়, সে জন্য অনুমোদিত বই, উপকরণ ছাড়া অন্য কিছু ব্যাগে করে আনা নিরুৎসাহিত করতে হবে।

গত বছরের ডিসেম্বরে হাইকোর্ট প্রাথমিক স্কুলের শিশুদের শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি ভারী স্কুলব্যাগ বহন নিষেধ করে সুনির্দিষ্ট একটি আইন প্রণয়ন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রায় পাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে এই আইন করতে আইনসচিব, শিক্ষাসচিব, গণশিক্ষাসচিবসহ বিবাদীদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আইন হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রাথমিকে যাওয়া শিশুদের শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি ওজনের ব্যাগ বহন করা যাবে না বলে নতুন করে একটি সার্কুলার জারি করতেও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিপত্র জারি করে এ বিষয়ে নির্দেশনা দিল। রায়ে বলা হয়েছিল, ভারী ব্যাগ বহনের কারণে শিশুদের মেরুদণ্ডের হাড় বাঁকা হয়ে যায়। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ে শিশুরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সাধারণত সরকার নির্ধারিত বই পড়ালেও শহরকেন্দ্রিক বিদ্যালয় বিশেষ করে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো নির্ধারিত বইয়ের পাশাপাশি আরও কিছু বাড়তি বই পড়তে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করে। বইয়ের পাশাপাশি অতিরিক্ত খাতাসহ আরও কিছু উপকরণ চাপিয়ে দেয়। এই চর্চা দীর্ঘদিন ধরে চলে এলেও সরকার কখনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয় না বলে অভিযোগ আছে। এর আগে ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর সরকার একটি সার্কুলার জারি করলেও তা কার্যকর হয়নি।